দৈনিক বাংলা

তারিখ ...20 JUL 1995... ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৮ ...

192

আগস্টে ঢাকা ভার্সিটির ডীন নির্বাচন ঃ জোর তৎপরতা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের ডীন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের মধ্যে নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্তের জোর প্রস্তুতি চলছে।

প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন শিক্ষক

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

আগস্টে ঢাকা ভার্সিটির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্যানেল টিএসসিতে প্রার্থীপদ চূড়ান্ত করার জন্য সভা করছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মোট তিনটি প্যানেল ডীন নির্বাচনে অংশ নেবে। এর মধ্যে রয়েছে সাদা, নীল ও গোলাপী। সাদা প্যানেল থেকে সিনেট নির্বাচনে দুটি প্যানেল দেয়ায় ফল তাদের অনুকূলে না যাওয়ায় এবার একটি প্যানেলে নির্বাচনের জন্য সমঝোতা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সাদা প্যানেল থেকে ডীন নির্বাচনে যাদের প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তারা হচ্ছেন কলা অনুষদ থেকে প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে প্রফেসর এ এইচ এম ওয়াহিদউদ্দীন মাহামুদ, বাণিজ্য অনুষদে প্রফেসর মঈনুদ্দীন, জীব বিজ্ঞান অনুষদে প্রফেসর সুলতান হোসেন খান, বিজ্ঞান অনুষদে কয়েকজন শিক্ষকের এ পদে প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা থাকায় এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এছাড়া আইন অনুষদে প্রফেসর এরশাদুল বারীর এবারও নির্বাচনে অংশ নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নীল প্যানেলে ডীন নির্বাচনে ইচ্ছুক একাধিক প্রার্থী থাকায় এই প্যানেলের প্রার্থী পদ চূড়ান্ত করতে দীর্ঘ বিতর্ক হচ্ছে বলে সূত্র জানান। তবে প্রার্থী তালিকায় যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হচ্ছেন ডঃ শাহাদাত আলী, প্রফেসর সুলতানা শফি, ডঃ আরেফিন সিদ্দিক, প্রফেসর আবুল হাসেম প্রমুখ।

গোলাপী দলের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে এখনও তেমন কোন প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হয়নি। তবে কলা অনুষদের বর্তমান ডীন প্রফেসর আমিনুল ইসলাম ও বাণিজ্য অনুষদের ডীন প্রফেসর এ বি এম খালেদের গোলাপী প্যানেল থেকে পুনরায় নির্বাচনে অংশ নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ডীন নির্বাচনে হোম ইকনমিকস কলেজের শিক্ষকগণও ভোটার বলে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা এই কলেজের বিভিন্ন শিক্ষকের বাসায় তাদের মতামত জানতে ছুটোছুটি করছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে এই নির্বাচনের জয়-পরাজয় সম্পর্কে সাদা প্যানেলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রভাবশালী শিক্ষক বলেন, সাদা প্যানেলের দুটি ধারা রয়েছে একটি জাতীয়তাবাদী, অন্যটি ইসলামপন্থী। অতীতে দুটি ধারা এক সঙ্গে যে নির্বাচন করেছে তাতেই বিপুল বিজয় অর্জন করেছে। কিন্তু গত সিনেট নির্বাচনে বিভক্ত হয়েছে বলেই ফল কোন পক্ষেরই অনুকূলে যায়নি। তাই এইসব বিষয় সামনে রেখে এবার দুটি ধারাকে এক করে নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে।